BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010032
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

শিশুর ভাষা শিখন,-এক্ষেত্রে গৃহভাষা ও বিদ্যালয়ের ভাষার অবদান

Suman Singha
Email: sumansingha906471@gmail.com

সারাংশ:

ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। ভাষাকে অবলম্বন করে মানুষ এগিয়ে চলে। মানুষের চিন্তা যখন ধ্বনি মাধ্যমকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে তখন তা ভাষার রূপ নেয়। মানব শিশু পারে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা রাখতে। নিজের মধ্যে চিন্তা হলে তা আত্মকথন। অন্যদিকে সেই চিন্তার ধ্বনি গত বহিঃপ্রকাশ কে অবলম্বনে বহু জনবদ্ধ জনসমষ্টির কাছে উপস্থাপন হলেই তা ভাষা। জন্মগ্রহণ করার পরে মানব শিশু বিকাশের পথে ভাষা ব্যবহার করে। বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাষার বিকাশ ও সমান্তরাল। ভাষা শিখন একটি স্বাভাবিক পন্থা। কান্না দিয়ে শুরু হলে লিখন কিংবা কথন দিয়ে আত্মপ্রকাশ শিশুর। শিখন মূলত বিদ্যালয় স্তরে সে হয়। হাটি হাটি পা পা করে চলতে সেখান থেকে বলতে শেখা। বিদ্যালয় অবস্থানের আগে কথা বলতে শেখে শিশু। বড়দের হাত ধরে চলতে শেখা। আবার বড়দের বুলি অবলোকনে বলতে শেখা। পরিবার নিরাপত্তার কেন্দ্র শিশুর জীবনে।

সূচক শব্দ: *আত্মপ্রকাশ, শিখন, বহিঃপ্রকাশ, জনসমষ্টি, ধ্বনি, অবলোকন, কেন্দ্রীকতা।*

ভূমিকা:

মাতৃগর্ভ থেকে শিশু জন্মগ্রহণ করার পরেই দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে সে যে ভাষা শেখে প্রথম পর্যায়ে তাহাই হলো তার মাতৃভাষা। এ ভাষার উৎস স্থল গৃহ পরিবেশ। এ ভাষার সাথে মাতৃ সম্বন্ধ জড়িত। আসলে অন্যভাবে বলা যায় গৃহ পরিবেশের মধ্যে থেকেই এ ভাষা বেরিয়ে আসে বলেই অপরদিক থেকে বলা যায় এটি গৃহ ভাষা। ভাষা শিখন শিশুর কোন কালে এককভাবে হয়নি। তা কোন না কোন মাধ্যমকে অবলম্বন করেই শিখন সম্ভব হয়েছে। এ পথ কে অবলম্বন করে বলা হয় ভাষা পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত কোন সম্পত্তি নয়। তা স্বাভাবিকভাবেই প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে এগিয়ে চলে। আর এ পথেই শিশু ভাষা শিখনের পথে পা দেয়। কোন শিশু জন্মের সাথে সাথে পরিবার জীবনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবন যাপন শুরু করে। পরিবার জীবনে অবস্থানকালেই তার ভাষা শিখনের ক্রমানুযায়ী পন্থা এক এক করে চলে আসে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের ভাষা বিশেষত বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে সীমায়িত। শিখন বলতে যা বোঝায় তা মূলত বিদ্যালয়ের পরিবেশই স্বাভাবিক পথে এগিয়ে যায় তা ভাষা শিখন হোক কিংবা পাঠক্রম কেন্দ্রিক অন্য যেকোনো শিখন হোক। স্বতন্ত্র চলার পথে কিংবা স্বাভাবিক জীবন ছন্দে আমরা প্রতিনিয়ত কোন না কোন মুহূর্ত অথবা পরিস্থিতিকে অতিক্রম করছি। আর এ পথেই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার মুখনিঃসৃত বাণী। ফলত ভাষা মানুষকে নিয়ন্ত্রিত পথে এগিয়ে দেয়। ভাষা শিখনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে শিশু যেভাবেই যেমন পন্থা অবলম্বন করুক তথাপি বিদ্যালয়ে কেন্দ্রে পরিবেশ তাকে এক নতুন ভাষা শিখনের পথ দেখায়।

আলোচনা-সাধারণভাবে বলা যেতে পারে প্রতিটি সজীব প্রাণীর নিজ নিজ ভাষা আছে। একথা যেমন সত্য এটাও সত্য মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে না। তাই ভাষা শিখন মূলত মানব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে কিংবা ধারাবাহিকভাবে মানব সমাজের ক্ষেত্রে ভাষা শিখনের যে স্তরায়ন সেখানে অন্তরে থাকে ভাষার মৌলিক কিছু উপাদান।

ভাষাতত্ত্ববিদ দের মতে ভাষার চারটি উপাদান প্রথমত ধ্বনি, দ্বিতীয়তঃ বাক্য বিন্যাস, তৃতীয়ত শব্দের অর্থ, চতুর্থত প্রয়োগ। উক্ত উপাদানগুলি ক্রমপরম্পরায় আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য রাখে মানব শিশু। প্রতিটি ভাষার মৌলিক কিছু ধ্বনি আছে আবার ধনী সমষ্টির সমবায় শব্দ তৈরি হয়। যে শব্দাবলী একত্রিতভাবে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করে। আর ওই বাক্যটি পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী যখন প্রয়োগ করা হয় তখন তাহা একটি স্বাভাবিক ভাষা রূপ পরিগ্রহ করে। মানব শিশু যেভাবেই হোক না কেন উক্ত উপাদান গুলির ক্রমানুযায়ী তারা পরিবেশের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। তাহলে এই ভাষা শিখন আর পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী শিখন এর ক্ষেত্রে কে বা কারা দায়ী। পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণ আবার পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করে। এর দুই ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় মুখনিঃসৃত বক্তব্য। এই বক্তব্যই আসলে তার ভাষা। এই ভাষা শিখুন যদি পরিবার থেকে ধরি তাহলে তার ভাষাগত বিকাশের পর্যায় কে কয়েকটি ধাপে বিভাজন করা যায়। দুই থেকে চার মাস বয়সে cooing আবার একক শব্দ থেকে দি শব্দের অধিক বচন অথবা ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে যখন বিদ্যালয় স্তরে পদার্পণ করে ছয় বৎসর বয়সে তখন সে জটিল বাক্য ব্যবহার করতে পারে। মা আমাকে যদি আজকে এই খেলনাটা না দাও তাহলে আমি স্কুলে যাব না। এই বাক্য ব্যবহার তার স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা ব্যবহারের পরিচয়। তাহলে জন্ম থেকে কান্না দিয়ে যে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিদ্যালয়ে পদার্পণ করে সে ভাষা শিখবে তথাপি ব্যাকরণগত দিক উপেক্ষা করে তার শিখন হয়েছে জটিল বাক্য সুতরাং গৃহ পরিবেশের মধ্যেই শিশুর ভাষা শিখন শুরু হয়। এখন প্রশ্ন গৃহ ভাষা আসলে কি? কোন একজন শিশু জন্মের সাথে সাথে পরিবার জীবনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবন যাপনে শুরু করলে তার ভাষা শিখানো শুরু হয় পরিবার থেকে। যেখানে রয়েছে শ্রবণ গঠন দক্ষতা বিকাশে নানান ক্ষেত্রে ভূমি। একটি পরিবারের মধ্যে মা, বাবা, দাদু, দিদা এবং অন্যান্য প্রতিনিধি যাদের মুখ থেকে শুনে শুনে শিশু যে ভাষা আত্মস্থ করে তাহাই হলো তার গৃহ ভাষা। গৃহভাষা আসলেই গৃহের মত সঙ্গে আবদ্ধ। ভাষা শিখনের পথ শিশু প্রথম পেয়েছে এই পরিবার থেকে। তার ভাষার শুভ সূচনা বক্তব্য প্রকাশে কিংবা কোন রূপকথার গল্প শুনে হ্যাঁ না বলার মধ্য দিয়ে। এদিক থেকে বলা যায় গৃহ ভাষা আসলে মাতৃভাষারই অন্যরূপ। কারণ শিশুর ভাষা বিকাশের শুরুতেই এই ভাষার ভূমিকা যথেষ্ট। অন্য দিক থেকে বলা যায় গৃহ ভাষা যে কেবল মাতৃভাষা হবে এমন টা না। কারণ বাবা-মার সম্পর্কের মাঝে একই ভাষা যে থাকবে পরিবারে তাও ঠিক না। বাবা বাঙালি যে বাংলা ভাষায় কথা বলে আবার মা হিন্দিভাষী, যে হিন্দি ভাষায় কথা বলে সেখানে শিশুর গৃহভাষা দুটোই। তাই একটা সত্যি আমরা উপনীত হতে পারি একজন শিশু তার পরিবার থেকে যে যে ভাষা গুলি কে অনুকরণ দ্বারা বড়দের কাছ থেকে অর্জন করে তাহাই হল তার গৃহ ভাষা বা home language ।গৃহভাষা মূলত অনুকরণযোগ্য। শিশু যেকোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তার পরিজনদের থেকে গৃহ পরিবেশের মধ্যে এ ভাষা আত্মস্থ করে। দ্বিতীয়ত বলা যায় গৃহভাষা মূলত আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট। ফলে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ খুঁজলে দেখা যাবে এটি একটি উপভাষারই নামান্তর। তৃতীয়ত পরিবারের মধ্যে একাধিক ভাষার সমাহার থাকলে এখানে বাইলিন রিয়াল চিন্তাধারার কোন প্রবেশ থাকে। চতুর্থত বলা যায় শিক্ষার্থী তার গৃহ ভাষার দ্বারা মনোভাব চিন্তা ভাবনাকে সুকৌশলে প্রকাশ করতে পারে। আবার গৃহ পরিবেশে থেকে প্রাপ্ত শব্দভাণ্ডার কে রক্ত করে সে যে কোন ভাষা শেখার ক্ষেত্রে গৃহ ভাষার মূলভিত কে স্মরণ করে। এক্ষেত্রে ভাষা শিখনের পথে গৃহ ভাষার ভূমিকা যথেষ্ট। তাই প্রকৃতিগত উক্ত বৈচিত্রময়তা রয়েছে গৃহ ভাষার মধ্যে কিন্তু এ ভাষার হাবলীর স্বাচ্ছন্দতা শিশু অনুভব করে ফলে ভাষা শিখন শুরুর প্রথম পর্বে এ ভাষার ভূমিকা সর্বাধিক। শিশুর ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে এ ভাষার ভূমিকা সর্বাধিক কারণ ক) ভাব প্রকাশের প্রথম আশ্রয়স্থল যে ভাষা তা হল গৃহ ভাষা তাই প্রথম অন্তরের বেদনা প্রকাশ হয় এ ভাষাকে আশ্রয় করে বলে শিখনের প্রথম জলসিদ্ধি কিংবা পুষ্পশুদ্ধি হিসেবে একে ধরতে হবে। খ) ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে প্রথম ভূমিকা যদি বলতে হয় তা গৃহ ভাষা কারণ প্রতিটি বস্তু কেন্দ্রিক ধারণা প্রকার সম্ভব হয়, প্রথম পর্বে গৃহ ভাষাকে কেন্দ্র করে।গ) ভাষা গঠনের কেন্দ্রস্থলে যে ভাষা তা প্রধানত মাতৃভাষা হলে তা মূলত এক প্রকারের গৃহ ভাষারই অন্যরূপ।

অপরদিকে বিদ্যালয়ের ভাষা মূলত আদর্শ ভাষারই অন্য রূপ। বিদ্যালয়ে ভাষা শিখন হয় স্বাভাবিক নিয়মে। মনোবিদ ক্রাশনের মতে ভাষা শিখন বলতে যা বোঝায় তা মূলত বিদ্যালয়। গৃহ, পরিবারের মধ্যে শিশু গৃহ ভাষার দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করলেও

নিয়ম সিদ্ধ ক্রমে সে ভাষা শেখে মূলত বিদ্যালয়। এজন্যে ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা শিশুর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র জীবনে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ভাষা শিখন সমান্তরাল ভাবে হয়ে থাকে। শুরু হয় পরিবারে প্রস্ফুটিত হয় শিশু ভাষার শিখন বিদ্যালয়ে পরিবেশে। বিদ্যালয় এর ভাষা কোন একক ভাষা নয়, যেখানে থাকে পাঠ্য পুস্তকের ভাষা, শিক্ষণ কালে শিক্ষকের মৌখিক বা লিখিত ভাষা, থাকে সহপাঠীদের ভাষার রূপ-বৈচিত্র। উক্ত দিক গুলি মিলিয়ে বিদ্যালয়ের ভাষার শরীর। আসলে স্কুলের ভাষা হল যে কোন ভাষার একটি আদর্শায়িত দিক। এ ভাষায় যেমন শিশুর জ্ঞান অর্জন সম্ভব আবার ভাষা শিখনের অনুপুঙ্খ ধারণাও শিশু খুঁজে বেড়ায়।

তাহলে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের ভাষা বলতে আমরা তাকেই বলবো কোন শিশু তার পাঠ্যক্রমের বইয়ের লিখিত ভাষা ও শিক্ষকের শিক্ষণের ভাষা সমানভাবে অর্জন করতে থাকে, সেই অর্জিত ভাসা বসে বিদ্যা অর্জন করে ও সহকারীদের সাথে ভাগাভাগি করে। মূলত বিদ্যালয়ের ও শ্রেণিকক্ষের এই সামগ্রিক ভাষাকে আমরা স্কুল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি।

এই বিদ্যালয়ের ভাষা শিশুর ভাষা শিখনের নিয়ম সিদ্ধ রীতিকে নতুন মাত্রা দেয়। যে কথা মনোবিদ প্রাচীন বলেছিলেন বিদ্যালয়ে এসেই শিশুর ভাষা শিখন হয় সে কথাকে শিরোধার্য করে বলতে হবে ভাষা শিখন মূলত বিদ্যালয়ে স্তরে বিদ্যালয় ভাষাকে কেন্দ্র করে।

এ ভাষার প্রকৃতি ভাষার আদর্শগত দিক কে স্মরণ করায়। স্বাভাবিক নিয়মে যেকোনো ভাষার ট্যান্ডার্ড দিক কে কেন্দ্র করে ভাষার মূল ভীত প্রশস্ত হয়।

বিদ্যালয়ের ভাষা ভাষা শিখনের পথকে উন্মুক্ত করে। একেবারে প্রথম পর্বে শিশু বিদ্যালয়ে এলে তার সাবলীল বিচরণ এবং শিখনের পথে পা বাড়ানোর পর্বগুলিতে জড়িয়েছে বিদ্যালয়ের ভাষা। গৃহ পরিবেশে থেকে বক্তব্যের আদান-প্রদানে শব্দ ভান্ডারের উন্নয়ন হয়েছে ঠিক কিন্তু ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভাষা তাকে একাধিক ভাবে রসদ জুগিয়েছে। লিখন শিল্পকে ভালোবেসে লেখার মধ্যে আবার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করে বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও ভাষা শিখনের তাতে স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বিদ্যালয়ে। কেবল কথা বলা কিংবা লেখা মানেই ভাষার উন্নয়ন নয় বা ভাষা শিখন নয় তার সার্বিক আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ নতুন মাত্রা দেয় ভাষা শিখনের ক্ষেত্রকে। এদিক থেকে শিশু অনায়াসেই বিদ্যালয় স্তরে অবস্থান করে যে উন্নয়ন ঘটায় তা বিদ্যালয়ে ভাষার কারণেই।

উপসংহার:

জন্মগ্রহণ করার সময় মানব শিশু কান্না দিয়ে ভূমিষ্ট হয়। এই কান্নাই তার ভাব প্রকাশের কিংবা ভাষা কেন্দ্রিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশের প্রথম সোপান। কান্না কে ভাষা বলবো না কারণ তার কোন অর্থ নেই কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সাবলীল ভাবে, মা মা,দা দা বলতে বলতে একটা সময় শব্দ উচ্চারণ করে বক্তব্য আকারে নিজের ভাবকে প্রকাশ করতে চায়। বহু ভাষাতত্ত্ববিদদের ধারণায় শিশুর ভাষাগত বিকাশ পরিবারের পরিমণ্ডল কেন্দ্রিক। মানব শিশু তার ভাবনার বহিঃপ্রকাশ কল্পে অর্থবোধক ভাববাহী ভাবনাকে বাক্যের দ্বারা জনসমক্ষে পৌঁছে দেয় তাই সে ভাষা ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে গৃহ পরিবেশ শিশুকে তার পলিমাটি প্রদান করে। অন্যদিকে পলি মাটির উপরে চারা গাছ রোপন করার ক্ষমতা যোগায় বিদ্যালয়। বিষয়টিকে সাবলীলভাবে বললে এমন দাঁড়ায় ভাষার প্রকাশের বা শিখনের শুরু করে পরিবেশ মূলত গৃহ পরিবেশ অন্যদিকে তাকে সার্বিকভাবে দিয়ে দেয় বিদ্যালয় পরিবেশ। তাহলে একথা সত্য গৃহের মধ্যে থাকা ভাষা গৃহ ভাষা শিশুকে ভাষা শিখনের পথ দেখায় আর বিদ্যালয়ের ভেতরে থাকা ভাষা বিদ্যালয়ের ভাষা শিশুকে সে পথে চলতে শেখায়। বিশেষত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক পঠনে কিংবা শিল্পী সাহিত্যিকদের লিখন শিল্পকে অবলম্বনে শিশুর মধ্যে আশাগত বৈচিত্রময়তা চলে আসে। এক্ষেত্রে শিশু তার পরিস্থিতি কেন্দ্রিক বাক্য ব্যবহারের সাবলীল ক্ষমতা আপনা থেকে একসময় শিখে নেয়। এক্ষেত্রে শিশু নিজে থেকেই তার লিখন কিংবা বক্তব্য দুটো ক্ষেত্রকেই নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে জীবন বিকাশের পথে এগিয়ে চলতে গিয়ে শিশু ভাষাগত দক্ষতার যে রাস্তা পায় তা বিদ্যালয় থেকে। পরিবার পরিমণ্ডল যেখানে তার স্বাচ্ছন্দ বিচরণ সেখানেও সে পেয়েছে তার চলমান স্রোতের নানান ভাষাগত উন্নয়ন।

সুতরাং জন্ম মুখে কান্না দিলে বিধাতার অমোঘ নিয়মে, সেই মুখেই আবার কত সুন্দর সাবলীল বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ আসলে মানব শিশুর অন্তরে যে ভাব লুকিয়ে থাকে তাকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য পরিবার হিসাবে নিজের গৃহের ভাষা আর সাবলীল ভাববে এগিয়ে চলার জন্য বিদ্যালয়ের ভাষা তাকে সতত সাহস যোগায়।ফলত বলতে হয় শিশুর ভাষা বিকাশের পথে বা তার ভাষা শিখনের পথে বিদ্যালয়ের ভাষা ও গৃহ পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত গৃহ ভাষা বিশেষভাবে এগিয়ে দেয়।

সুতরাং জন্ম মুখে কান্না দিলে বিধাতার অমোঘ নিয়মে, সেই মুখেই আবার কত সুন্দর সাবলীল বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ আসলে মানব শিশুর অন্তরে যে ভাব লুকিয়ে থাকে তাকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য পরিবার হিসাবে নিজের গৃহের ভাষা আর সাবলীল ভাববে এগিয়ে চলার জন্য বিদ্যালয়ের ভাষা তাকে সতত সাহস যোগায়।ফলত বলতে হয় শিশুর ভাষা বিকাশের পথে বা তার ভাষা শিখনের পথে বিদ্যালয়ের ভাষা ও গৃহ পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত গৃহ ভাষা বিশেষভাবে এগিয়ে দেয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- বিশ্বাস, ঊষা পতি(2008), বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, কলিকাত
- ভট্টাচার্য, পরেশ চন্দ্র, (2009), ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা
- মাইতি, প্রকাশ কুমার(2011), আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা, আরামবাগ বুক হাউস, কলিকাতা
- মিশ্র, সু বিমল(2014), বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি, রিতা পাবলিকেশন, কলিকাতা,
- পাল, দেবাশীষ, ধর, দেবাশীষ, দাস মধুমিতা(2005), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রিতা পাবলিকেশন, কলিকাতা
- সান্যাল, শ্রাবণী, মুখার্জি, উৎপল(2016), পাঠক্রমে ভাষা শিক্ষার রূপরেখা, রীতা বুক এজেন্সি, কলিকাতা
- Halliday, M.A.K(2004),The Language of Early childhood,Landan,Continuns Print.
- Dinda,D.Malayendu (2015), Language Across The curriculum,Rita publication, Kolkata .

Citation: **Singha. S.,** (2025) "শিশুর ভাষা শিখন,-এক্ষেত্রে গৃহভাষা ও বিদ্যালয়ের ভাষার অবদান", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.